যেসব উপকারিতা রয়েছে কান্নায়

কান্নার একচ্ছত্র অধিকার শুধু দুঃখেরই তা কিন্তু নয়। আনন্দে আবেগআপ্লুত হয়েও অনেকে কাঁদেন। দুঃখ বা আঘাতে ব্যথা পেলে কান্না করাটা স্বাভাবিক ভাবে নেয় সবাই। তবে বড়দের তুলনায় বাচ্চাদের কান্নার প্রবণতা বেশি। তেমনি পুরুষের তুলনায় বেশি কাঁদেন নারীরা। প্রতিটি মানুষই জীবনে কখনো না কখনো কাঁদবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে কান্নারও যে কিছু শারীরিক উপকারিতা রয়েছে তা নিশ্চই জানা ছিলনা? মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বীপেন চৌধুরী জানিয়েছেন কাঁদলে কী ধরনের উপকারিতা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

ব্যথা উপশম করে

কান্নাকাটি করার ফলে শরীরে এন্ডোরফিন উৎপন্ন হয়, যা কিছু কিছু ব্যথাও উপশম করে। কান্নাকাটি আপনার প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকেও সক্রিয় করে, যা শিথিলতা বাড়ায়, স্ট্রেস বা চাপ কমায় এবং ব্যথা উপশম করে।

চাপ প্রশমিত করে

কান্না কর্টিসলের মতো স্ট্রেস-সম্পর্কিত রাসায়নিকগুলো বের করে দেয়, যা আপনার শরীরকে ধুয়েমুছে ডিটক্সিফাই করে। ফলে মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

এনে দেয় প্রশান্তির ঘুম

অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটির ফলে শরীরে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। মাঝেমধ্যে পানির ঘাটতি দেখা দেয়। যার ফলে ম◌াথা ঠান্ডা হয়ে একধরনের প্রশান্তি বোধ করবেন, এটা আপনাকে শান্তিপূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুম দিতে পারে। তাই ঘুমানোর আগে মাঝেমধ্যে একটু কান্নাকাটি করতেই পারেন!

ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে

চোখের পানিতে লাইসোজাইম নামক একধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এনজাইম রয়েছে। লাইসোজাইম ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে আপনার চোখকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

মুড ভালো করে

মনোবিদেরা বলেন, কান্না আবেগ দমন করে আপনার মুড ভালো করে দিতে পারে। কান্নার মাধ্যমে আপনি প্রকারান্তরে ক্ষতিকর হরমোনগুলো শরীর থেকে বের করে দিয়ে ফুরফুরে হয়ে ওঠেন।

কান্নাকাটি করার সময় আমরা দ্রুত নিশ্বাস নিই, এতে মস্তিষ্ক ‘ঠান্ডা’ হয়ে অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

চোখ সুস্থ রাখে, উন্নত করে দৃষ্টিশক্তি

কান্নাকাটি চোখকে স্বাভাবিকভাবে পিচ্ছিল করে, শুষ্কতা প্রতিরোধ করে, কর্নিয়া থাকে আর্দ্র ও পরিষ্কার। ফলে সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি কমে। চোখের জল ধুলাবালু ও অন্য বিরক্তিকর পদার্থগুলো ধুয়ে ফেলতে সাহায্য করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করে। এ ছাড়া নেত্রনালি সতেজ করে চোখকে আরাম দেয় কান্না।

মানসিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে

অনেক সময় বন্ধু বিয়োগ হলে বা ব্রেকআপ হলে আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি। এ ধরনের অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে কান্না। তখন মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ও চাপ কাজ করে। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে কান্না।

বাচ্চাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে ও ঘুমাতে সাহায্য করে

শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে কি কারো ভালো লাগে? কিন্তু কান্নাকাটি শিশুদের জন্যও উপকারী। এটি শিশুদের শ্বাসনালি পরিষ্কার করে। বেশি বেশি অক্সিজেন নিতে সহায়তা করে। এতে তার কষ্ট লাঘব হয়।

‘ছন্দোবদ্ধ’ কান্না শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঠিক বড়দের মতোই কান্নাকাটির পর শিশুদের চাপ ও দুশ্চিন্তা কমে যায়, ফলে সে রিল্যাক্সড হয়। ঘুম ভালো হয়।

প্রশান্তি এনে দেয়

চিৎকার করে বা নীরবে-যেভাবেই কান্নাকাটি করুন না কেন, দেখবেন আপনার মন কিছুটা হালকা লাগছে। কারণ, কান্না আপনাকে প্রশান্তি দিতে পারে। কান্না আমাদের প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রকে

সক্রিয় করে।

যা স্নায়ু শিথিলীকরণের জন্য দায়ী বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ, হজম ও সেরে ওঠার সঙ্গে জড়িত। কান্নার ফলে এন্ডোরফিন বা ‘সুখী হরমোন’ নিঃসৃত হয়, যা প্রশান্তির অনুভূতি তৈরি করে।

সামাজিক বন্ধন

মুখে না বলেও কান্নার মাধ্যমে অন্যদের কাছে আমাদের সমর্থন, সহানুভূতি, সান্ত্বনা প্রকাশ করতে পারি। এতে সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী হয়।

তবে আপনি যদি প্রায়ই কান্নাকাটি করেন আর এটি যদি আপনার দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করে বা উদ্বেগের কারণ হয়, তাহলে একজন মনোবিদের শরণাপন্ন হতে পারেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপন

“স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিষ্কার হাত সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ” এই প্রতিপাদ্য মেহেরপুরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০২৪ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার আয়োজনে বুধবার (৩০ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে পৌর সভা চত্বর হতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক ও পৌর প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, সুস্থ জীবনযাপন করতে, নিজেকে রোগমুক্ত রাখতে আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। পরিচ্ছন্নতা খুবই জরুরী এবং এর বিকল্প নেই।

এছাড়াও এসময় সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা খন্দকার জাহিদুল হক, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জি. এম ওবায়দুল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল আজিজ খান, সহকারি প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কালাম, হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, প্রকল্প অফিসার গুলশান আরা মেরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিসিডিএসের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিসিডিএসের ৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৭ শে অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে কার্যনির্বাহী ও সদস্য সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় ওভারট্রাম রেস্টুরেন্টে সদর উপজেলা বিসিডিএসের ৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিসিডিএসের আহ্বায়ক রিনু, ইলিয়াস হোসেনকে আহ্বায়ক, বাবর আলীকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাহী সদস্য হিসেবে জাহাঙ্গীর আলম বাবলু, শামীম হাসান এবং মাহফুজুর রহমানের নাম ঘোষণা করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে ।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিসিডিএসের কার্যনির্বাহী সদস্য ইসমাইল হোসেন, কাজী খয়রুদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, ইমন বিশ্বাস, বেনজির আহমেদ, সাবেক দপ্তর সম্পাদক মতিউর রহমান প্রমুখ।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এইচপিভি ভাইরাস টিকার উদ্বোধন

সারাদেশের সাথে কুষ্টিয়ায় এইচপিভি ভাইরাসের ক্যান্সার প্রতিরোধক “সারভারিক্স” টিকা’র উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জেলা সিভিল সার্জনের আয়োজনে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের এ টিকার উদ্বোধন করা হয়।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীমা আকতার জাহানের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পার্থ প্রতীম শীল, সিভিল সার্জন ডা. মো. আকুল উদ্দিন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম প্রমুখ।

সিভিল সার্জন ডা. মো. আকুল উদ্দিন বলেন, সারা দেশে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বাংলাদেশে নারীদের ক্যানসার জনিত মৃত্যুর মধ্যে জরায়ুমুখ ক্যানসার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এইচপিভি টিকা জরায়ু ক্যানসার প্রতিরোধ করে। এ টিকা বিশ্বব্যাপী পরীক্ষিত, নিরাপদ ও কার্যকর।

উল্লেখ্য, জরায়ু মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে ১০- ১৪ বছর বয়সী কিশোরী অথবা ৫ম থেকে নবম শ্রেণিতে অধ্যায়নরত ছাত্রীদের এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মুজিবনগরে জাতীয় এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন

মুজিবনগরে এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হল রুমে এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা: আহসান হাবিব, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: খন্দকার সানজিদা আক্তারসহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইনে উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি, কিন্ডারগার্ডেনসহ ৭৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৪,৭৩০ জন শিক্ষার্থীকে এই টিকা প্রদান করা হবে।

মেহেরপুরে জাতীয় এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ

উদ্বোধন

জাতীয় এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৪ শুভ উদ্বোধন এক ডোজ এইচপিভি জরায়ুমুখ ক্যান্সার রুখে দিন আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হল রুমে জাতীয় এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৪ শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ মহী উদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক বজলুর রহমান, সহকারী কমিশনার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেন, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মেডিকেল অফিসার ডাঃ ইনজামুল হক, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জি এম সিরাজুম মূনীর, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক প্রমুখ।

ঝিনাইদহে এইচপিভি টিকা

ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রহমান, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার সাথী সাহাসহ ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলায় ৮৩ হাজার ৫৬৭ জন কিশোরীকে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকা দেওয়া হবে। স্কুলে পড়ুয়া ৫ম থেকে ৯ম শ্রেনী সমমানে অধ্যায়নরত ও ১০-১৪ বৎসর বয়সী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত নয় কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে। আগামীকাল ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে পর্যায় ক্রমে সমস্ত কিশোরীদের টিকা দেওয়া হবে।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে “এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২০২৪” সম্পর্কে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা তথ্য অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, মাঝিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুৎ ছবি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী মৌসুফা ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে “এইচপিভি টিকাদান কার্যক্রম ২০২৪” সম্পর্কে অবহিতকরণ সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিল।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) ঝিনাইদহের অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি)’র উদ্যোগে শহরের সৃজনী মোড়, পবহাটিতে, এই অ্যাকশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)’র অনুপ্রেরণায় গঠিত ‘এসিজি’ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ভিত্তিক একটি নাগরিক প্লাটফর্ম।

স্থানীয় নাগরিকের সহযোগিতায় ‘এসিজি’ কর্তৃক আয়োজিত সভায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ এর সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সনাক এর স্বাস্থ্য উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক অধ্যক্ষ এন. এম. শাহজালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান

করেন এসিজি সমন্বয়ক মোঃ মুবিনুল ইসলাম। এলাকাবাসীরা সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন এবং তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন ও সমস্যাসমূহ সমাধানের সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর ঝিনাইদহ, ইয়েস, ও এসিজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এসিজি সদস্য আবু জাহান খান (লিমন)।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়াতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল নয়টার সময় ঝাওবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আশপাশ এলাকার গরিব অসহায় মানুষের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে আশপাশ এলাকার শতাধিক রোগীকে গাইনী, মেডিসিন, দন্ত, শিশু ও থেরাপি রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আব্দুস সালাম, ডা. আনিসুর রহমান, ডেন্টিস্ট আব্দুল আল মামুন, মেহেরপুর সদর থানা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, জামায়েত ইসলামী রাজনৈতিক সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান সহ নেতাকর্মীরা ।